৩

শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ সর্বদলীয় হরতাল। মনে মনে এই নীরবতার একটা কারণ আবিস্কার করলাম। তবলীগ জামাতকে ফাঁকি দিতে নিশ্চয় ই বউ চলে গেছে তাঁর বোনের ঘরে। আত্মীয় স্বজন এক ই শহরে থাকলে এই একটা সুবিধা। ভাল ই হয়েছে। এই সুযোগে ওয়াজের ক্যাসেটটা আবার অন্ করা যায়। হুজুর বলছেন--

"ওয়া ইজকুলু লিল্ মালা-ইকাতিস্জুদু লি আ-দামা ফাসাজাদু ইল্লা-ইবলিস্, আবা ওয়াস্তাকবারা ওকানা মিনাল কাফিরিন।"

অতঃপর আদমকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ্ ফেরেস্তাগণ কে নির্দেশ দিলেন। ইবলিস্ ব্যতিত সবাই আদমকে সেজদা করলো। তকব্বুরী (নিজেকে বড় মনে করা) করার কারণে ইবলিস্ অভিশপ্ত হয়ে বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হলো। একদিন বাবা আদম লক্ষ্য করলেন, বেহেস্তের এক কোণে তাঁর ই মত অপরূপ সুন্দর একটি মানুষ। বেহেস্তের আয়নায় নিজেকে দেখে আদমের মনে হিংসা ও দুঃখের উদ্রেক হলো। (উল্লেখ্য বেহেস্তের চতুর্দিক আয়না দিয়ে সাজানো)। সাথে সাথে আল্লাহ্র পাকের হুকুমে আদমের গালে দাড়ি গজিয়ে উঠলো। আদম খুশি হলেন। তাঁর মনে সুন্দর মানুষটিকে ছোঁয়ার বাসনা জাগ্রত হলো। অমনি আল্লাহ্র কাছ থেকে নিষেধ আসলো, হে, আদম, হাওয়ার গায়ে হাত দিওনা। হাওয়ার গায়ে হাত দেয়ার আগে মোহরানা আদায় করতে হবে। আদম বল্লেন প্রভু, এখানে আমার কি আছে মোহরানা দেয়ার? আল্লাহ্ বল্লেন, বেহেস্তের চারদিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ? আদম বল্লেন, হে আল্লাহ্ দয়াময়, আরশের উপরে নীচে ডানে বামে, বৃক্ষাদির পাতায় পাতায়, তোরণে তোরণে তোমার নামের পাশে শুধু একটা নাম ই দেখতে পাই, সে নামটি মুহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহ বল্লেন আদম, ঐ নামে দশবার দরুদ পড়ো, তোমাদের বিয়ের মোহরানা আদায় হয়ে যাবে। আদম তা-ই করলেন। আদম হাওয়ার বিয়ে হয়ে গেল। আল্লাহ বল্লেন, "ওকুলনা ইয়া আদামুসকিুন আন্তা ওয়াজাউকাল জান্নাতা, ওয়াকুলা মিনহা রাগাদান হাইতু শি-তুমা ওয়ালা তাকরাবা হাজিহিস্সাজারাতা ফাতাকুনা মিনাজ্জালিমিন।" সুখে সাচ্ছন্দে, ইচ্ছামত বেহেস্তের সবকিছু উপভোগ করো কিন্তু ঐ গন্ধম গাছটির কাছে যেয়োনা, তার ফল ভক্ষন করোনা।

একদিন ইবলিস বড় এক আলেমের বেশে হাওয়ার সামনে উপস্থিত হয়ে বল্লো, হে-হাওয়া, আমি তোমাদের এক শুভানুদ্ধ্যায়ী বিধায় সতর্ক করে দিতে এলাম। এখান থেকে বহু দূরে দুনিয়া নামে এক যায়গা আল্লাহ তৈরী করেছেন যেখানে অতি শীঘ্র তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন, সেখানে বেহেস্তের সুযোগ সুবিধে মোটে ই নেই।

চিরস্থায়ীভাবে বেহেস্তে থাকতে হলে ঐ গন্ধম গাছের ফল ভক্ষন করতে হবে। হাওয়া বল্লেন ঐ ফল খেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ইবলিস বল্লো, বুড়ো মানুষের কথা বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। আমার কাজ মানুষের বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, তাই বলে গেলাম।

বেহেস্তে সুখের লোভে, ইবলিসের কথায় বিশ্বাস করে মা হাওয়া আল্লাহর নিষেধ অমান্য করলেন। ধীরে ধীরে হাওয়া নিষিদ্ধ গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন, ফল গুলো তাঁর নাগালের কিছুটা বাইরে। হাওয়া দু পায়ের বুড়ি আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়ালেন, অমনি তাঁর পায়ের গোড়ালী থেকে কিয়দংশ কাপড় উপরে উঠে যায়। তিনি উপরের দিকে মুখ তোলে তাকালেন, অমনি চেহারার আবরণ ও মাথার কাপড় খোলে যায়। মা হাওয়া দু হাত উচুঁ করলেন, অমনি হাতের কাপড় কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে যায়। সে দিন মা হাওয়ার শরীরের চার যায়গা অনাবৃত হয়েছিল। এ জন্য, সে দিন থেকে দুনিয়ার মানুষের জন্য ওজুতে চার ফরজ নির্ধারিত হয়ে যায়। মা হাওয়া নিজে গন্ধম খেয়ে বাবা আদমকে প্রস্তাব করলেন খাওয়ার জন্য। আল্লাহর নিষেধ না মানার কারণে আদম খুব ই রাগান্বিত হলেন এবং হাওয়াকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে, পাশের জয়তুন গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলেন। এই ভাঙ্গা ডাল টা ই ছিল মূসা নবীর হাতের আশা (হাতের লাঠি), যে লাঠি সর্প হয়ে ফেরাউনের ১২ হাজার বিষাক্ত সাপকে এক শ্বাসে গ্রাস করে চিৎকার দিয়ে বলছিল আমাকে আরো দাও আরো দাও ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যায়। মূসার (আঃ) সেই লাঠি ৪০ মাইল লম্বা অজগর হয়েছিল যা দেখে ভয়ে ফেরাউন একদিনে একসাথে ২০০ বার পায়খানা করেছিল।

এখানে এসে ক্যাসেটের এক সাইড শেষ হয়ে যায় আর ঠিক তখনি শোনতে পেলাম বেডরুমের দরজা খোলার শব্দ। মেজো মেয়ে হেমা চিৎকার করে বল্লো-আব্বু, We are rea---dy. হুড়মুড় করে সবাই নেমে এলো নীচে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এতক্ষণ বেডরোমে কি করছিলে? সবাই সেজে গুজে, ব্যাপার কি? ছোট ছেলে জবাব দিলো, McDoooooonald. পাঁচ বছরের ছেলে, দশটা শব্দের বাংলা বাক্যে ছয়টা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবে। আব্বু Last week promise করেছ মনে আছে, আজ promise break করতে পারবেন না। মধ্যপথে সিড়ি থেকে তাদের মা বল্লেন-

-Sorry চা দিতে পারলাম না।

- অসুবিধা নেই, আমি মেনেইজ করে নিয়েছি। কিন্তু এ যে কৃষ্ণচুড়ার ডালে ডালে আগুন লগিয়ে দিলে, বিষয় টা কি?
- বিষয় কিছু না, এমনি ই পরলাম।
- ঘরে অলংকার যা ছিল সবটুকু বোধ হয় লাগিয়ে দিয়েছ, তার উপর বিয়ের শাড়ি। এই সাজে কেউ মাগডনাল্ড যায়?
- আপনার কিছুই মনে নেই?
- না তো।
- থাক। আপনি ভাবতে থাকুন, এখন দয়া করে উঠুন দেরী হয়ে যাচ্ছে।
- ঠিক আছে, আমি তো তৈরী হয়ে ই আছি। একজন ভদ্রলোক একটা ওয়াজের ক্যাসেট দিয়ে গেছেন। অর্ধেক শোনা হয়ে গেছে, খুব ইন্টারেষ্টিং ওয়াজ। মাগডনাল্ড যেতে যেতে গাড়িতে ঐ ক্যাসেট টা শোনবো, কি বলো।
- আজ ওয়াজ টোয়াজ গাড়িতে চলবেনা। ওয়াজ শুনে আপনার কি লাভ? ঘরের পাশে

মস্‌জিদ, এক দিন নামাজে যেতে দেখিনা। ওয়াজ কি আপনি কম জানেন? আজ গাড়িতে আমার পছন্দের গান বাজবে।

- তোমার পছন্দের গান?
- জ্বি
- তোমার পছন্দের গান তো হবে, সেলিম চৌধুরী।
- No.
- শেফালী ঘোষ?
- No.
- ইয়ারুন্নেসার বিয়ের গান?
- Noop.
- আমি ফেইল। তুমি বলো।
- বন্যা।
- বন্যার গান শোন্‌বে তুমি? রবীন্দ্র সঙ্গীত তো তোমার কাছে জগতের স--ব চেয়ে Boring গান।
- আপনার গাড়িতে রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া তো সব গান না-জায়েজ। শোন্‌তে শোন্‌তে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কিছু ভাল ও লাগে।
- আচ্ছা বলো, কোন্‌ ক্যাসেট টা নেব।
- আপনাকে খোঁজে বের করতে হবে না, আমার পছন্দের ক্যাসেট টা আমার ভ্যানিটি ব্যাগে ই আছে।
- বাঃ, বেশ প্রী প্লান করাতো আজকের দিন টি। তা সেই ক্যাসেটের একটা গানের কলি বলো শুনি।
- এখন দরকার নেই, গাড়িতে গেলেই শুন্‌বেন।
- ম্যাডাম, অন্তত যে কোন একটি গানের কলি তো না শুনালে চাবি হাতে উঠবেনা।
- *কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত/ আবরণ বন্ধন ছিড়িতে চাহে*

দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে----------

আর জানিনা।

- সর্বনাশ, এই অবস্তা! এতক্ষণে মাতাল সমীরণের ধাক্‌কা বুঝি আমার গায়ে এসে লাগলো। বলি হে বধু, আজ সূর্য্যালোকের এ কোন্‌ আলো লাগলো তোর চোখে?

চলবে-